দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 13 NOV 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

182

7

দৈনিক বাংলা

ঢাকা : রোববার, ২৭শে কার্তিক, ১৩৯৫ : ১৩ই নবেম্বর, ১৯৮৮

# দিনাজপুরে কৃষি কলেজ

প্রেসিডেন্ট এরশাদ শুক্রবার দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ উদ্বোধন করেন। দেশের কৃষি শিক্ষার ক্ষেত্রে তো বটেই অন্যান্য কারণেও এটা একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রথমত এটা দেশের উত্তরাঞ্চলের প্রথম কৃষি কলেজ। দ্বিতীয়ত এক সময়ে দেশের ভাগ্যবিড়ম্বিত কৃষকদের অধিকার আদায়ের জন্য যিনি সারাজীবন লড়াই করেছেন তেভাগা আন্দোলনের সেই প্রাণ পুরুষ হাজী মোহাম্মদ দানেশের নামে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই কৃষি কলেজ। এর মধ্য দিয়েই জাতি তাঁর প্রতি জানাচ্ছে গভীর শ্রদ্ধা।

আমাদের অর্থনীতিতে কৃষিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের জাতীয় আয়ের বিরাট অংশ আসে কৃষিখাত থেকে। সুতরাং এদেশে কৃষির অগ্রগতির ওপর জোর দেয়া আমাদের অর্থনীতি অর্থাৎ, আমাদের অস্তিত্বের জন্যই অপরিহার্য।

ইতিপূর্বে দেশে একটি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কলেজও আছে দুটি। কিন্তু কৃষিখাতের যথার্থ অগ্রগতি সাধনের জন্য এগুলো যথেষ্ট নয়। এখন পর্যন্ত কৃষি সংক্রান্ত যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলো অবশ্য আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথাসম্ভব অবদান রেখেছে। কৃষি বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে মান্ধাতার আমলের কৃষি পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনে সহায়তা করেছেন। এছাড়াও কৃষি গবেষণাগারে উন্নতমানের বীজ উদ্ভাবিত হয়েছে। আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে এখন পাটের পাতা থেকেই পাটের চারা উৎপাদন সম্ভব হচ্ছে। আগে একটি আলু থেকে মাত্র একটি চারাই পাওয়া যেত। এখন তা থেকে অসংখ্য চারা উৎপাদন করা যায়। এই কৃতিত্ব আমাদের কৃষি গবেষকদেরই।

সম্প্রতি আমাদের কৃষি বিজ্ঞানীরা এমন একটি ধানের চারা উদ্ভাবন করেছেন, যা ১৫ই অক্টোবরের পরে অর্থাৎ বন্যার পানি নেমে যাওয়ার ফলে বোনা যায়। পর পর দুই বছর ভয়াবহ বন্যার ফলে আমাদের কৃষি উৎপাদন ব্যাহত হয়েছে। সুতরাং বন্যার পর উৎপাদনযোগ্য শস্য উদ্ভাবন করে কৃষি বিজ্ঞানীরা আমাদের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।

দেশের কৃষি পদ্ধতির উন্নয়ন, বীজ উদ্ভাবন নিঃসন্দেহে আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। কৃষি কলেজে এসব পদ্ধতি অধ্যয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে এ ব্যাপারে অর্জিত জ্ঞান ছড়িয়ে দেয়া সম্ভব হবে। এই আশাতেই বর্তমান সরকার প্রতিষ্ঠা করেছেন দিনাজপুরে হাজী মোহাম্মদ দানেশ কৃষি কলেজ। এই আশা বাস্তবায়িত হবে বলে আমরা দৃঢ়তার সাথে বিশ্বাস করি।